# ২

# বাইবেল, ঈশ্বরের বাক্য

বাইবেল ঈশ্বর-নি:শ্বসিত বলে দাবি করে (২তীম ৩:১৬,১৭)। যে গ্রীক শব্দ থেকে "ঈশ্বর-নি:শ্বসিত" শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে সত্যিকারে উহার অর্থ "ঈশ্বরের নিশ্বাস।" মহান লেখকগন "ঈশ্বর-নি:শ্বসিত" ছিলেন বিভিন্ন দিক হতে- নীতি ও ঘটনা সহকারে- কিন্তু বাইবেল বলে যে ঈশ্বর নিজেই অনুপ্রেরণা-কারী। প্রেরিত পিতর এবং বেশ কয়েকজন লেখক লিখেছেন যে বাইবেলে উল্লেখিত "ভাববানী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (২পিতর ১:২১)।

এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল আপনাকে এই ঈশ্বর অনুপ্রাণিত বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। বাইবেল যে ঐশ্বরিক উৎপত্তির মাধ্যমে এসেছে তাহার কিছু অংশ তুলে ধরা হবে, কিন্তু এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হল এই চমকপ্রদ পুস্তকের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা- আপনাকে উহা পড়তে উৎসাহ দান করা। আপনি যখন বাইবেল পড়বেন এবং ইহার নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করবেন (যাকোব ১:২১-২৫), তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন এই অসাধারন বইটি যুগে যুগে মানুষের জীবনে এতো প্রভাব ফেলে আসছে।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়কে একজন লেখক "বিস্ময়কর/চমকপ্রদ বাক্যের সপ্ত বিস্ময়াভিভূত দিক" নামে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাচীনতায়, আধুনিকতায়, বিচিত্রতায়, ঐক্যতায়, মূলভাবে, প্রভাবে, এবং সান্ত্বনায় উহা বিস্ময়কর। বাইবেলের অন্যান্য

বিস্ময়কর বিষয় গুলি তুলে ধরতে পারি যেমন, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সত্যতা এবং উহার নিরপেক্ষতা, কিন্তু গীত-সংহিতার একজন লেখকের সাথে এক কণ্ঠে আমরাও বলতে পারি যে আমাদের জন্য উল্লেখ্য সাতটিই যথেষ্ট বিস্ময়কর, "তোমার সাক্ষ্য-কলাপ আশ্চর্য" (গীত ১১৯:১২৯এ)।

# উহার প্রাচীনতা

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বই হল বাইবেল। সাধারণত কোন বইয়ের অনেক পুরাতন হবার মত সুযোগ থাকেনা। উহারা অনেক বেশী ভঙ্গুর। আগুন তাহাদের ভস্ম করে ফেলে, পানি তাহাদের বিলুপ্ত করে দেয়। পোকামাকড় উহাদের খেয়ে ফেলে এবং অসতর্ক আঙ্গুল উহাদের ছিঁড়ে ফেলে।

বাইবেল সম্পূর্ণভাবে, প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন। এর কিছু অংশ দুইগুণ বেশি সময়ের। পৃথিবীর কোন পুস্তকের সাথে এর তুলনা করা যাবে না। বাইবেলের এই বয়সই উহার স্থায়িত্বকাল এবং অবিনশ্বরতার প্রকাশ করে।

সর্বাধিক প্রাচীন লেখা হল পুরাতন নিয়মঃ আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা এবং দ্বিতীয় বিবরণ। উহা মোশির দ্বারা লেখা এবং মানব জাতির আরম্ভ এবং কালের উৎপত্তির ঘটনা উল্লেখ আছে। ইহা বলা যথার্থ হবে যে, মানব জাতির কাছে থাকা এই লেখা গুলিই সব চেয়ে প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে এসেছে।

বাইবেলকে মানুষের দ্বারা পূনঃ পূনঃ ভাবে একের পর এক ধ্বংসের চেষ্টা স্বত্বেও বাইবেল এখনও প্রাচীন বই হিসেবে বর্তমান আছে। একের পর এক পৃথিবীতে শক্তিশালী সরকার নামে পরিচিত বহু সরকারই এই বাইবেলকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছেন বা চেষ্টা করেছেন। অনেক মানুষকেই শুলে চড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এই পুস্তক পড়বার জন্য এবং এই বইয়ের মালিকানা থাকায় অনেককেই আগুনে পুড়ে শেষ হতে হয়েছে। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা পড়ার

কারণে এতো নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে যে, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবুও পৃথিবীতে লেখা যত বই আছে তাহাদের সংখ্যার চেয়ে বাইবেলের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বেশি।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষাংশে রোমীয় সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যাহার কাছে এই বাইবেল পাওয়া যাবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। সেই সাথে তাহার (অর্থাৎ বন্দী লোকটির) পরিবারের সকলকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যদি তাহারা অবাধ্য হয়ে উক্ত বাইবেল সম্পর্কে সম্রাটের কাছে অভিযোগ না জানায়। এভাবেই শক্তিশালী রোমীয় সরকার বাইবেল নিষিদ্ধ করার নিষ্ঠুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যাহা দ্বারা তাহার নিজের পাপে পূর্ণ জীবন এবং অত্যাচারের শাসন দোষা-রোপিত হয়েছিল। দুই বছর পরে ডাইওক্লেশিয়ান গৌরবের সাথে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "আমি খ্রীষ্টিয়ানদের লেখা বাইবেল, পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।"

এক শতাব্দী পরে, রোমীয় সম্রাট কনষ্টান্টিন, খ্রীষ্টিয়ানত্ব দ্বারা মুগ্ধ হয়ে তাহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র সকল মণ্ডলীতে এক কপি নতুন নিয়ম দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদি কেহ তাহার অফিসারের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করে দিতে পারে তবে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৫০টি বাইবেল অনুলিপি সম্রাটের কাছে তুলে দেয়া হয়েছিল। যদিও ডাইওক্লেশিয়ান মনে করেছিলেন তিনি সকল বাইবেল পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করেছেন।

যদিও ক্ষয়িষ্ণু উপকরণ, কালি দিয়ে লেখা, যাহা সহজেই বিলীন হয়ে যায়, সময়ের কালক্রমে প্রকৃতির প্রতিকূলতায় এবং ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করার পরেও বাইবেল আমাদের এই বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত টিকে আছে। একমাত্র ঈশ্বরের উপস্থিতিতেই উহার সুদীর্ঘ এবং অবিশ্বাস্য ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

# ইহার আধুনিকতা

বাইবেল এত প্রাচীন হওয়া স্বত্বেও ইহা বহুদিক হতে আধুনিক পুস্তকও বটে। আমরা কখনও আশা করতে পারিনা যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অতি পুরাতন কোন বই সমসাময়িক আধুনিক হতে পারে। একটি দশ বছরের পুরাতন বিজ্ঞানের পাঠ্য বই সম্পূর্ণভাবে অপ্রচলিত হয়ে যায়। এক শতাব্দীর পুরাতন বই দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। Salmon এর চিকিৎসা সম্পর্কে লেখা Embryology, যাহা ১৭০০ সালের দিকে ছাপা হয়েছিল তাহা আধুনিক ডাক্তারদেরকে হাসতে হাসতে অজ্ঞান করে ফেলবে। The Pharmacopia Londensis হল ১৬০০ সালের, আরও অধিক হাস্যকর পুস্তক, যদি একজন আধুনিক চিকিৎসক উক্ত বিখ্যাত লেখা অনুসারে চিকিৎসা প্রদান করেন তবে যাহারা বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাহারা উক্ত ডাক্তারকে জেলে পাঠিয়ে দেবেন।

কিছু বৎসর কাল অতিক্রম করা যে কতখানি পরিবর্তন করে দিতে পারে তাহার প্রমাণের জন্য ১৫০ বৎসরের পুরাতন একটি উদ্ভিদ বিদ্যা বই থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হল।

> ইতালিতে একটি ঔষধি গাছ জন্মে..... যাহাতে এক দুর্লভ গন্ধযুক্ত ধবধবে সাদা ফুল ফোটে। এ তৎসত্ত্বেও অধিকন্তু ইহার অদ্ভুত সম্পদ ছিল। ফুলটিকে সেঁতসেঁতে পাথরের নীচে রাখুন। দশ দিন অতিক্রম করলেই উক্ত ফুলগুলো নিজে নিজে মারাত্মক বিষধর বৃশ্চিক এ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যাহার কামড় হবে যন্ত্রণা দায়ক মৃত্যু।

আপনি হয়ত বলবেন, যুক্তিযুক্ত কথা বলুন। আমরা গত দেড় শতাব্দীতে অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছি। আপনি কোন প্রকার প্রত্যাশা করতে পারেন না যে, সমস্ত পুরাতন বই যুগোপযোগী হতে পরে। এটাই আমার পয়েন্ট। উদাহরণ স্বরূপ, মোশি ৩৫০০ বছর পূর্বে লিখেছিলেন, কিন্তু আপনি আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উহার বিরুদ্ধে কোন কিছুই ভুল প্রমাণ করতে পারবেন না। অনেক পুস্তক সম্পূর্ণ "বাইবেলের বৈজ্ঞানিক পূর্বজ্ঞান" দ্বারা লেখা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আধুনিক জ্যোতি:শাস্ত্র এবং বিশ্বতত্ব এবং

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপরে, যাহা বাইবেলের পৃষ্ঠায় লিখিত প্রমাণ আছে। উহার প্রমাণ হিসেবে কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলঃ

পৃথিবী গোলাকার (যিশা ৪০:২২ হিতো ৮:২৭)।
পৃথিবী শূন্যে ভর করে আছে (ইয়োব ২৬:৭)।
মহাশূন্য এতই বড় যে পরিমাপ করা যায় না অথবা তারকা গণনা করা যায় না (আদি ১৫:৫; যিরমিয় ৩৩:২২)।
সমুদ্রের মধ্যেও প্রাকৃতিক পথ আছে (যাহা দ্বারা বর্তমানে জাহাজ চালিত হয়) (গীত ৮:৮)।

এই পুস্তক গুলি এই প্রমাণ দেয়না যে, বাইবেল হল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপরে আলোচনা বই বরং উক্ত পুস্তক গুলীতে উহা উল্লেখ করেছে। যখন বাইবেলের লেখকগণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উল্লেখ করেছেন তখন তাহারা তাহাদের সময়ের অন্য সকল লেখকদের মত ছিলেন না এবং তাহারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কোন ভুল তথ্য প্রদানও করেন নাই।

ঔষধ সম্পর্কে কিছু কালাতীত বাইবেল গুনের কথা মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। আর উহা লেখা হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অথবা স্বাস্থ্য-চর্চা সম্পর্কে তাহারা জানত না, মোশির কাছে পুরাতন নিয়মের যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল তাহাতে স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, রোগ সংক্রামণ রোধে ব্যবস্থা এবং রোগ নিরাময় ও রোধের জন্য ব্যবস্থার পরিপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।

উদাহরণ স্বরূপ যখন একজন ডাক্তার অপারেশন করেন তখন তাহার জন্য মুখোশ পরিধান করা হল একটি সাধারণ কার্য-প্রক্রিয়া যাহা তিনি অনুসরণ করেন। অবশ্য অন্য যে কেহ ঐ রুমে যাবেন বিশেষ করে তিনি যদি সহজে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন, তবে তাহাকেও মুখোস পরে নিতে হয়। কেন? কারণ তিনি জীবাণু ছড়াতে চাহেন না। বিজ্ঞানীদের দ্বারা জীবাণু আবিষ্কারের তিন হাজার বছর পূর্বে, ঈশ্বর মোশিকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। "আর যে কুষ্ঠীর ঘা

হইয়াছে, ... ও সে তাহার ওষ্ঠ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি, অশুচি' এই শব্দ করিবে" (লেবীয় ১৩:৪৫; KJV)।

অন্য একটি চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হল রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া। বহু বছর পূর্বে রক্ত সঞ্চালন ছিল উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে জনপ্রিয়। সত্যিকারে অনেক লোক রক্ত সঞ্চালনের কারণে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেছে। বর্তমানে সকলে জানেন যে, দেহের জীবন প্রবাহ হল রক্ত। আসুন এবার আদি ৯:৪ পদে মোশির কথা পড়ুনঃ "সপ্রাণ অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না।" অন্য কথায়, মোশি বলেছিলেনঃ মাংসের প্রাণ হল রক্তে (এরই সাথে লেবীয় ১৭:১১-১৪ দেখুন)।

অনেক পুস্তক লেখা হয়েছে যাহা চিকিৎসা শাস্ত্রে বাইবেল যে নির্ভুল তাহার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। উহাতে চিকিৎসা দানের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আমরা দেখতে পাই। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলঃ

পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যে জীবনের বীজ বর্তমান আছে (আদি ৩:১৫; ২২:১৮)।
সম্ভব্য কোন রোগগ্রস্ত পশুর অথবা রোগগ্রস্ত মানুষের সংস্পর্শ হতে ফিরে আসার পরে নিজেকে এবং নিজের পোশাক দূষণ মুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ (গণনা ১৯:৫-২২)।
প্রাকৃতিক ভাবে মৃত পশু পাখির মাংস খাওয়া বিপদজনক (লেবীয় ১৭:১৫)।

এটা কি বিষ্ময়কর নয়? আমাদের কাছে সব চেয়ে পুরাতন যে বইটি আছে তাহা হল একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসার সমমান।

বাইবেলের আধুনিকতা ব্যাখ্যা করা যাবে ইহাতে উল্লেখিত সকল বিষয়ের মাধ্যমে। কেহ কি দাবি করতে পারে যে, এই বইয়ের নীতিশাস্ত্রমূলক আদর্শের অন্যথায় এই পৃথিবী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে? আমরা কি এমন কোন সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি যাহা দ্বারা এই পুস্তকের কথা পশ্চাতে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি? না, পারিনা! আধুনিক মানুষ বাইবেলের প্রজ্ঞার উপরে যেতে পারে নাই; যদি এই পৃথিবী আরও এক হাজার বৎসরও থাকে, ঈশ্বরের বাক্য সেই ত্রি-

বিংশ শতাব্দীতেও তখনকার যুগোপযোগীই থাকবে ঠিক যেমন বিংশ শতাব্দীতে আছে।

## উহার বিচিত্রতা

এ পর্যন্ত আমরা যাহা বলেছি তাহা যথাযথ বিস্ময়কর হত যদি বাইবেল হত একটি মাত্র পুস্তক এবং উহা যদি একটি মাত্র বিষয়ে আলোচনা করত। যাইহোক, সে রকম মোটেই নয়।

বাইবেল হল পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় বই। প্রথমত, ইহা সত্যিকার দুটি খণ্ডে বিভক্ত- নতুন এবং পুরাতন নিয়ম- একে অপর হতে চার থেকে পাঁচ শতাব্দী দ্বারা পৃথক। দ্বিতীয়ত, ইহার প্রতিটি খণ্ড আরও অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে বিভক্ত- পুরাতন নিয়মে উনচল্লিশটি এবং সাতাশটি পুস্তক নতুন নিয়মে, সর্বমোট ছেষট্টিটি পুস্তক নিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয়ত, এই ছেষট্টিটি পুস্তক চল্লিশ জন লেখকেরও বেশি লেখকদের দ্বারা লেখা হয়েছে। চতুর্থত, এই চল্লিশের বেশী লেখক প্রায় দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া জীবন যাপন করেছেন! সর্বশেষ, এই লেখকগণ সাহিত্যের মধ্যে জানা সকল বিষয়ের উপরে বা বিষয় নিয়ে লিখেছেন- এর সাথে অতিরিক্ত আরও একটি আছে। এই অতিরিক্ত বিষয়টি হল এমন বিষয় যাহা অন্য কোন পুস্তকে লেখা হয় নাইঃ সত্যিকার ভাববানী। এইটা হল একমাত্র ঈশ্বরেরই কার্য ক্ষেত্র। বাইবেলের শত শত ভাববানীর কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সঠিকভাবে পরিপূর্ণ হয়ে এসেছে। অল্প কিছু উদাহরণের জন্য স্থান সংকুলান হবে।

***জাতিগনের জন্য ভাববানীঃ*** জাতিগনের উন্নতি, পতন এবং ধ্বংস সম্পর্কে বহু সংখ্যক ভাববানী দেয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণীতে ২৮:৪৭-৬৮ পদে ইস্রায়েলদের ইতিহাস নিখুঁত পরিষ্কার করে লেখা আছে। ভাববানী অন্য জাতিদের জন্যও দেয়া হয়েছে, যেমন, অশুরিয়া (যিশা ১০:১২, ২৪, ২৫; ২ রাজা ১৭:২৪; ১৮:১৩) এবং বাবিল সম্পর্কে (যিশা ১৩; দানিয়েল ৫:২৮)।

***জন সাধারণদের সম্পর্কে ভাববানীঃ*** যোশীয় রাজা ও তাহার কাজ সম্পর্কে

ভাববানী তাহার জন্মের তিন শত বছর পূর্বে করা হয়েছিল (১রাজা ১৩:২; ২রাজা ২৩:১৫,১৬) যেমন করা হয়েছিল পারস্য রাজা কোরস সম্পর্কে (যিশা ৪৪:২৮; ৪৫:১)। এমনকি অশুর রাজ সনহেরিবের যিরূশালেম দখলে অকৃতকার্য হবার ভাববানীও উল্লেখ করার যোগ্য (২রাজা ১৯:৩২-৩৫)।

***খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভাববানীঃ*** প্রায় আট শত ভাববানী পুরাতন নিয়মে আছে তার মধ্যে যীশুর একার উদ্দেশ্যে তিনশত ভাববানী দেয়া হয়েছে। এই পুস্তকের ৪ অধ্যায় এর অনেকগুলি তুলে ধরা হয়েছে উহার পরিপূর্ণতা উল্লেখ সহকারে।

বাইবেলের বিচিত্রতা প্রমাণ করে যে ইহা ঈশ্বর হইতে হয়েছে। ইহা বিশেষভাবে সত্য, কারণ এই বিচিত্রতার মধ্যে আমরা ঐক্যতা দেখতে পাই। সমস্ত বই-পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকে মানুষের জীবনের কোন অংশ এবং আধ্যাত্মিকতার কোন বিষয়ই বাদ পড়ে নাই। মানব অস্তিত্বের নীতি এবং আধ্যাত্মিক পরিচালনার সকল বিষয়ই এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।

## উহার ঐক্যতা

যদি বাইবেল একটি মাত্র পুস্তক হত একজন লেখকের দ্বারা লেখা, তবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, উহার সকল অংশে সাদৃশ্য বজায় থাকবে। এমনকি যদি ইহা একটি পুস্তক হত এবং উক্ত পুস্তক চল্লিশ জন লেখক দ্বারা একটি মাত্র নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে লেখা হত তবে একে অন্যের সাথে সম্পূর্ণ মতামতের মিল খুবই স্বল্প পরিমাণে হত। অতএব, ছেষট্টিটি পুস্তক চল্লিশ জন লোকে বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন এবং তাহাদের লেখা যথাযথ সাদৃশ্য আছে, এই বিষয়টির জন্য মনে ধাঁধাঁ লেগে যায়। কোন একজন বলতে পারেন, তাহারা অবশ্যই একই সাথে খুব কাছাকাছি থেকে লিখেছেন এবং খুবই সতর্কতার সাথে এই আকর্ষণীয় লেখা সমাপ্ত করেছেন। ইতিহাস বলে যে, উহা সম্ভব ছিল না। বেশীর ভাগ লেখকগণ একে অপরকে কোন দিন দেখেন নাই। তাহারা শতাব্দী দ্বারা পৃথক ছিলেন এবং পরিকল্পনা বা পুনঃ আলোচনা করার কোন প্রকার সুযোগ তাদের

ছিলনা। অথবা সংশোধন করার মত সুযোগ তাদের ছিল না। অতএব অন্যকোন ভাবে এই মিলের ব্যাখ্যা দিতে হবে।

এই ঘটনা কখনই অবজ্ঞা করা যায় না। সমস্ত অংশের এবং বাক্যের লেখকদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যতা আছে। অনেক লোকই মাত্র একটি অমিল খুঁজে বের করতে বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাহারা উক্ত লেখায় কোন অমিল খুঁজে পেলেন না। বাইবেল একটি বই, সম্পূর্ণ ভাবে ঐক্যতায় এক।

উদাহরণ স্বরূপ চিন্তা করুন, ইহার দুটি অংশকে নিয়েঃ পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম। যদিও দুটি আলাদা নিয়ম (চুক্তিপত্র) দুটি আলাদা মনুষ্যদের জন্য, এর পরেও উহারা সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে গাঁথা। কোন একজন বলেছিলেন, "পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়ম অন্তরিত এবং নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়মের প্রকাশ।" পুরাতন নিয়ম হল মূল স্বরূপ এবং নতুন নিয়ম হল উহার ফল।

আসুন আমরা এবার বাইবেলের প্রথম পুস্তক ও শেষ পুস্তকের মধ্যে কিছু তুলনা করিঃ

১। আদি পুস্তকে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছে; প্রকাশিত বাক্য শেষ হয়েছে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি দিয়ে।

২। আদি পুস্তকে আলোর আগমনের কথা এবং সূর্য এবং তারকাদের সৃষ্টির কথা আছে। প্রকাশিত বাক্যে মানুষের জন্য উহাদের দায়িত্ব শেষ করার কথা দেখতে পাই কারণ- নূতন নগরে (স্বর্গে) ঈশ্বর এবং মেষ (যীশু) হলেন আলো।

৩। আদি পুস্তকে, মানুষ শয়তানের সাক্ষাতে আসে এবং পরাজিত হয়। প্রকাশিত বাক্যে অন্য এক যুদ্ধ ঘটে; এইবার শয়তান পরাজিত হয় এবং যীশুর মাধ্যমে মানুষই বিজয়ী হয়।

৪। আদি পুস্তকে মনুষ্যকে এদোন উদ্যান হতে দুর করে দেয়া হয়েছে, যেখানে প্রথম নর নারী বসবাস করত; প্রকাশিত বাক্যে মনুষ্যকে ঈশ্বরের দ্বারা পুন, গ্রহণ করা হয়।

৫। সর্বশেষ, আদি পুস্তক বলে যে, কিভাবে মনুষ্য জীবন বৃক্ষের

ফল ভোজনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেন পাপ চিরজীবী না হতে পারে। প্রকাশিত বাক্যে পাপের ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষকে জীবন বৃক্ষের ফল খেতে আহ্বান করেছে যেন তাহারা চিরজীবী হতে পারেন।

হ্যাঁ, বইটির ঐক্যতা বিস্ময়কর। যখন আমরা উহার ঐক্যতায় দৃষ্টি দেই, আমরা আশ্চর্য হয়ে থমকে যাই এবং সিদ্ধান্ত নেই যে, উহার লেখক ঈশ্বর নিজেই।

## উহার মূলভাব

বাইবেলের ঐক্যতা তখনই সম্ভব যখন এক মনের দ্বারা উহার বিষয় বস্তুকে তত্বাবধাণ করা হয়। যেহেতু কোন মনুষ্য লেখকই পনের শত বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে নাই, যাহা এই লেখার সময়ানুক্রম ছিল। সেহেতু ঈশ্বরকেই এই বইয়ের যথাযথ লেখক বলা যায়। এই একই কথা পিতরের মনে ছিল যখন তিনি বলেছেন, "কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (২পিতর ১:২১)।

পুনরায়, ঐক্যতা থাকতে হলে একজন লেখক হতে হবে শুধুমাত্র তাই নয়, কিন্তু একটি মূল বিষয় বস্তু হতে হবে; যেন সব কিছু একত্রে তুলে ধরা যায়। বইটির মূলভাব কি বা মূল বিষয়বস্তু কি? মানব জাতির কাহিনী নয়; যদিও মানব জাতি হল বিষয় বস্তুর একটি কারণ। "যিহূদীদের কাহিনীও" নয় যদিও তাহাদেরকে প্রধান মূলভাব হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। বইটির মূল বিষয় বস্তু হল একজন মানবের কাহিনী একজন লোক- যীশু খ্রীষ্ট।

যথার্থই বলা হয়েছিল যে, বাইবেল একজন আগমনকারীকে কেন্দ্র করে আছে। পুরাতন নিয়মের বিষয় হল, "তিনি আসিতেছেন।" সু-সমাচারের বিষয় হল, "তিনি উপস্থিত।" নতুন নিয়মের বাকী অংশের বিষয় হল, "তিনি পুনরায় আসিতেছেন।"

প্রত্যেকটি পুস্তক পাঠের মাধ্যমে মজার এক শিক্ষা পাওয়া যায়

যে, উহাতে কিভাবে যীশুকে প্রকাশ করেছে। এভাবে বই লেখা যাবে যে, "আদি পুস্তকে যীশু," "যাত্রা পুস্তকে যীশু," "লেবীয় পুস্তকে যীশু," এবং এভাবেই আরও অনেক। উদাহরণ স্বরূপঃ

আদি পুস্তকের ১ অধ্যায়ে যীশু, "সকলই তাহার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে" (যোহন ১:৩এ)।

আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে যীশু, কারণ "তাহার বংশ (মহিলার বংশ)" হলেন তিনি যিনি পরবর্তীতে শয়তানের মস্তক চূর্ণ করিবেন (আদি ৩:১৫; গালা ৩:১৬)।

আদি পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে যীশু, কারণ হেবলের মেষ বলিদানের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হলেন তিনি (ইব্রীয় ১২:২৪ দেখুন)।

আদি পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে যীশু, কারণ জাহাজের দ্বারা পরিত্রাণ হল এক ধরনের চিহ্ন, যে পরিত্রাণ যীশুতেই এবং তাহারই দ্বারা পাওয়া যাবে। এভাবে একের পরে এক আমারা বলতে পারব।

অতএব এটাই হল মূল বিষয় যাহা বাক্যকে এক বিষ্ময়কর ঐক্যতা দিয়েছেঃ যীশু খ্রীষ্ট। যীশু- উদ্ধার কর্তা যিনি আসবেন, রক্ষাকর্তা যিনি এসেছিলেন এবং রাজা যিনি আবার আসবেন- ছেষট্টিটি পুস্তকের শব্দগুলি এক সুতায় গেঁথে একটি পুস্তক হিসেবে দেয়া হয়েছে।

## উহার প্রভাব

পৃথিবীর গ্রন্থাগারের সকল লেখার মধ্যে বাইবেলই একমাত্র বই যাহা মানব জীবনে জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ইহা ইতিহাসের প্রবাহ পরিবর্তন করে দিয়েছে, রাজ্য সৃষ্টি করেছে, দখলদারদের এবং রাজাদের বিতাড়িত করেছে। যাহারা উহাতে বাধ্য হয়েছে, তাহাদের জীবনে আশীর্বাদ ও কৃতকার্যতা নিয়ে এসেছে এবং যাহারা উহার বিরুদ্ধে গেছেন তাহাদের জন্য মৃত্যু এবং ধ্বংস এনেছে। বাইবেলের ক্ষমতা অসীম এবং বৈচিত্র্যময়, কিন্তু আসুন আমরা বিশেষ নজর দেব মানব জীবনের পরিবর্তনে এবং উন্নতিতে উহার শক্তির প্রতি।

বহু বছর পূর্বে একদল নির্মম হিংস্র মানুষের এক জাতি একটি দ্বীপ পুঞ্জে বসবাস করত। জুলিয়াস কৈসরের সেনা বাহিনীর রেকর্ডে তুলে ধরা হয়েছে ঐ সকল দিনের ছবি। এই অসভ্য লোকেরা উলঙ্গ হয়ে যুদ্ধে যেত এবং শূন্য মাথার খুলিতে করে শত্রুদের রক্ত পান করে তাহাদের যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করত। দেবতা দ্রুইদের বেদিতে মানুষ বলি দেয়া ছিল তাহাদের সাধারণ কর্ম। পরবর্তীতে সেখানে কোন কিছু ঘটেছিল। মিশণারীগন এই সকল বর্বর জাতির কাছে নিজেদের জীবন বিপন্ন জেনেও ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঐ স্থানীয় লোকেরা তাহা গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে, এই লোকেরা অ্যালেক্সান্ডার দি গ্রেটের চেয়েও বড় সাম্রাজ্যের শাসন করেছিল- কারণ এই দ্বীপ গুলি ছিল ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জ।

যেখানেই বাইবেল গিয়েছে, মানব জাতির জীবন মধুময় করে দিয়েছে। বাইবেলের মধ্যেও পরিবর্তিত জীবনের অনেক কাহিনী উল্লেখ আছে। অসৎ করগ্রাহী পরিবর্তিত হয়ে সৎ এবং উদার হয়েছিলেন (লূক ১৯:১-৯)। হত্যাকারী ঈশ্বর নিন্দুকও পরিবর্তিত হয়ে একজন মহা প্রেরিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ৭:৫৮; ৮:১,৩; ২২:৪-২১)। আরও অনেক উদাহরণ দেয়া হয়েছে বাইবেলে।

যাহা ঈশ্বর বাইবেলের শক্তিতে অন্যদের জন্য করেছেন, তিনি আপনার জীবনের জন্যও করতে পারেন। যদি আপনি তাঁহার বাক্য সকল পড়েন ও সেই মত জীবন যাপন করেন, তিনি আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করে তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মত করে দিবেন।

## উহার সান্ত্বনা দান

মানুষের সেবায় অন্য সকল বিষয়ের সাথে সান্ত্বনা দান করার জন্য বাইবেল সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের নজির বিহীন এবং অতুলনীয়। বাইবেলের মত এমন কোন বিশ্বাস যোগ্য আলো কোন দিন ছিল না এবং কোনদিন হবেও না যাহা দ্বারা মানুষ মৃত্যুর পরের বিষয় দেখতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য, উহার পাঠকদের নিজের অনন্ত-কালীন

প্রত্যাশার নিশ্চয়তা দেয় এবং যখন কোন প্রিয়জন মারা যায় তখন তাহার জন্য সান্ত্বনা প্রদান করে।

মৃত্যু হল একজন শত্রু। কোন কবিতা এবং মানুষের সৃষ্টি দর্শন বিদ্যা নির্মম এবং বিষণ্ন এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্যই খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে, ইহা একটি শত্রু এবং উহার পরাজয় পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে। খ্রীষ্টের শক্তিতে, মৃত, পরিত্রিতদেরকে প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত করতে বাধ্য হবে। এর পরেও মৃত্যু শত্রুই থাকবে। এই শত্রু বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করে এবং ছাউনির মত থাকে। ইহা স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীকে আলাদা করে। ইহা শিশুকে তাহার মায়ের বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ইহা মনোরম হাসি-খুশিকে হতাশায় পরিণত করে।

যখন আপন জন মারা যায় লোকে তখন অনুরোধ করে এমন কিছু বলুন যাহা আমাদের সান্ত্বনা দেবে। এই সান্ত্বনামূলক বাক্য সকল কোথা হতে আসবে? সাহিত্য পুস্তক থেকে? একজন কবির কাছ থেকে? একজন দার্শনিকের কাছ থেকে? আপনি আপনার বিশাল বিশাল সব বই গুলিতে অনুসন্ধান করুন, আপনি মরণশীল মানুষের কাছ থেকে একটি লাইনও পাবেন না যাহা স্থায়ী সান্ত্বনা এবং প্রত্যাশা আনতে পারবে যখন মৃত্যু আপনার ঘরে আঘাত হানবে। একটি মাত্র উৎস- শক্তি ও সান্ত্বনার বাক্য তুলে ধরেছেঃ সেই উৎস হল বাইবেল। আপনি ঈশ্বরের পুস্তক থেকে এই ধরনের বাক্য পড়তে পারেন।

> যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তোমার পাঁচনি ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করে (গীত ২৩:৪)।

> কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। ... আর এই ক্ষয়নীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল" (১করি ১৫:২০-৫৪)।

পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘ-যোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন অন্য জনকে সান্ত্বনা দেও (১থিষ ৪:১৭,১৮)।

আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্র-জল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় লুপ্ত হইল (প্রকা ২১:৪)।

যুগযুগ ধরে, এই বাক্যগুলি- এবং একই ধরনের বাইবেলের অন্য বাক্যগুলিও- চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে, প্রত্যাশা দিয়েছে, এবং সান্ত্বনা দান করেছে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের। অবশ্যই ইহা একটি বিস্ময়কর পুস্তক।

## উপসংহার

আমরা বাইবেলের সাতটি বিস্ময়কর বিষয় দেখলামঃ ইহা প্রাচীন, তবুও চির নতুন! ইহা বৈচিত্র্যময়, তবুও যথাযথ ঐক্যতা আছে- যীশুকে কেন্দ্র করে একটি ঐক্যতা। প্রভাবে ইহা অতি শক্তিশালী, কিন্তু সান্ত্বনায় ইহা অতি কোমল! বাইবেল হল ঈশ্বর নি:শ্বসিত বাক্য এর বেশী কোন ব্যাখ্যা নেই।

## অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 276 পৃষ্ঠায়)

১। ২তীম ৩:১৬ অনুসারে "ঈশ্বর-নি:শ্বসিত" বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

২। রোমীয় সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ান বাইবেল এবং উহার শিক্ষা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন কি?

৩। লেবীয় ১৩:৪৫, বাইবেলের সুসংগতিতা কিভাবে প্রমাণ করে?

৪। বাইবেলের মধ্যকার ভিন্নতা কিভাবে প্রমাণ করে যে উহা ঈশ্বর হতে এসেছে?

৫। বাইবেলের মূল বিষয় বস্তু কি?

৬। পৃথিবীর গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকের মধ্যে কোন পুস্তকটি সব চেয়ে বেশি

প্রভাব বিস্তার করে আছে?

৭। বাইবেল, তাহার পাঠকদের কোন ধরনের সান্ত্বনা দিয়ে থাকে?

৮। বাইবেলের সপ্ত বিস্ময়াভিভূত দিক গুলিকে তালিকা ভুক্ত করুন যাহা প্রমাণ করে যে, উহা ঈশ্বর-নি:শ্বসিত বাক্য।